أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/F/61/ www.motaher21.net

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

"তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।"

". Most of the people not believe."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৮৮

وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۢ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ

তারা বলে, আমাদের হৃদয় সুরক্ষিত। না, আসলে তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

৮৮ নং আয়াতের তাফসীর:

ঈমান না আনার কারণে ইয়াহুদীদের অন্তর মোহরাচ্ছাদিত

ইয়াহুদীদের উক্তি ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘তাদের অন্তরের ওপর আচ্ছাদন রয়েছে। (তাফসীর তাবারী ২/৩২৬) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেনঃ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি এমনভাবে পাঠ করতেন যে, তাতে এর অর্থ হতোঃ আমাদের সন্তান জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে, সুতরাং হে মুহাম্মাদ! এখন আর আপনার কাছ থেকে কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৭৪) উত্তরে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এটা নয়, বরং তাদের অন্তরের ওপর মহান আল্লাহ্‌র লা ‘

নতের মোহর লেগে গেছে। তাদের ঈমান লাভের সৌভাগ্যই হয় না। غُلْفٌ শব্দটিকে غُلُوْفٌ ও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ ‘ইলমের বরতন।’ কুর’ আনুল হাকীমের অন্য জায়গায় আছেঃ ﴿وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ﴾

তারা বলেঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। (৪১ নং সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত নং ৫) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘বরং তাদের অবিশ্বাসের জন্য মহান আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন, যেহেতু তারা খুব কমই বিশ্বাস করে।’ অর্থাৎ অন্তর আচ্ছাদিত হওয়ার যে দাবী তারা করছে তা সত্য নয়। বরং তাদের হৃদয় অভিশপ্ত এবং তা তালাবদ্ধ হয়ে গেছে। সূরাহ্ নিসায় তিনি যেমনটি উল্লেখ করেছেনঃ

﴿وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾

আর ‘তাদের স্ব স্ব অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত” এই উক্তি করার জন্য; হ্যাঁ, তাদের অবিশ্বাস হেতু মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এ কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করে না। (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ১৫৫)

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এ আয়াতে ধারণা পাওয়া যায় যে, তাদের অল্প সংখ্যক বিশ্বাস করতো অথবা খুব অল্পই বিশ্বাস করতো। যেমন কিয়ামত দিবস, বিচারের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে মূসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা কোন ফায়দা প্রাপ্ত হবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছে। কিছু ‘আলিম বলেন যে, ইয়াহুদীরা আসলে কোন কিছুতেই বিশ্বাসী ছিলো না, যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা বিশ্বাসী তথা ঈমানদার নয়। (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ৮৮)

অল্প ঈমান রাখার একটি অর্থ তো এই যে, তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই ঈমানদার ছিলো। আর দ্বিতীয় অর্থ এটাও হয় যে, তাদের ঈমান খুবই অল্প। অর্থাৎ যারা মূসা (আঃ) এর ওপর ঈমান এনেছে তারা কিয়ামত, সাওয়াব, শাস্তি ইত্যাদির ওপর ঈমান রাখে। তাওরাতকে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব বলে মেনে থাকে। কিন্তু শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর ঈমান এনে তাদের ঈমানকে পূর্ণ করে না। বরং তাঁর কুফরী করে ঐ অল্প ঈমানকেও নষ্ট করে থাকে।

তৃতীয় অর্থ এই যে, তারা সরাসরি বেঈমান। কেননা ‘আরবী ভাষায় এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ না হওয়ার অবস্থায়ও এ রকম শব্দ আনা হয়ে থাকে। যেমন ‘আমি এরকম লোক খুব কমই দেখেছি, অর্থাৎ মোটেই দেখিনি। মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

অর্থাৎ আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা এতই পাকাপোক্ত যে, তোমরা যাই কিছু বল না কেন আমাদের মনে তোমাদের কথা কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যেসব হঠধর্মী লোকের মন-মস্তিষ্ক অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিদ্বেষে আচ্ছন্ন থাকে তারাই এ ধরনের কথা বলে। তারা একে মজবুত বিশ্বাস নাম দিয়ে নিজেদের একটি গুণ বলে গণ্য করে। অথচ এটা মানুষের গুণ নয়, দোষ। নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তার গলদ ও মিথ্যা বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকার চাইতে বড় দোষ মানুষের আর কি হতে পারে?

ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ঈমান না আনার ওযর পেশ করে বলে আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত। অতএব হে নাবী! তুমি যা বল আমরা তা বুঝতে পারি না। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ)

“তারা বলেঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত। ” (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১:৫)

এটা তাদের মিথ্যা বানোয়াট উক্তি বরং আল্লাহ তা ‘আলা তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর লা ‘নত করেছেন।

জেনে-বুঝে ইয়াহূদীরা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রত্যাখ্যান করেছে- তারই বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে।

যখন ইয়াহূদী ও আরবের মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধত তখন ইয়াহূদীরা কাফিরদেরকে বলত, অতি সত্বরই একজন বড় নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা ‘আলার সত্য কিতাব নিয়ে আবির্ভুত হবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করব যে, তোমাদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে। তারা আল্লাহ তা ‘আলার নিকট প্রার্থনা করত: হে আল্লাহ! আপনি অতি সত্বরই ঐ নাবীকে পাঠিয়ে দিন যাঁর গুণাবলী আমরা তাওরাতে পাচ্ছি, যাতে আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনে তাঁর সঙ্গ লাভ করত আমাদের বাহু মজবুত করতে পারি। আপনার শত্র “দের প্রতিশোধ নিতে পারি। তারা কাফিরদেরকে বলত যে, ঐ নাবীর আগমনের সময় খুবই নিকটবর্তী হয়েছে।

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হলেন তখন তারা তাঁর মধ্যে সমস্ত নিদর্শন দেখতে পেল, তাকে চিনতে পারল এবং মনে মনে বিশ্বাস করল। কিন্তু যেহেতু তিনি তাদের বংশদ্ভূত ছিলেন না বিধায় তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে বসল। তখন তাদের ওপর আল্লাহ তা ‘আলার অভিশাপ নেমে আসল। বরং মদীনার লোকেরা যারা তাদের (ইয়াহূদীদের) মুখেই এ কথা শুনে আসছিল তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গী হয়ে ইয়াহূদীদের ওপর বিজয় লাভ করে।

একদা মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) বাসার বিন বারা (রাঃ) এবং দাঊদ বিন সালমা (রাঃ) মদীনার ঐ ইয়াহূদীদেরকে বলেই ফেললেন: ‘তোমরাই তো আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের আলোচনা করতে, তাঁর যে গুণাবলী তোমরা বর্ণনা করতে তা সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। এমনকি তোমরা তাকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে কত কথা শোনাতে আর এখন তোমরাই তার প্রতি ঈমান আনছ না কেন? তার সঙ্গী হচ্ছ না কেন? সালাম বিন মিশকিম উত্তর দেয়: আমরা তাঁর কথা বলতাম না। এ আয়াতের মধ্যে তারই বর্ণনা রয়েছে যে, তারা প্রথম হতেই মানত, অপেক্ষমানও ছিল, কিন্তু তাঁর আগমনের পর হিংসা ও অহঙ্কারবশত এবং শাসন ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে আল্লাহ তা ‘আলা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বসে। ফলশ্র “তিতে তাদের ওপর আল্লাহ তা ‘আলার ক্রোধ এবং অপমানজনক শাস্তি অবধারিত হলো।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: অহঙ্কারী লোকেদেরকে কিয়ামাতের দিন মানুষের আকারে পিঁপড়ার ন্যায় উঠানো হবে। তাদেরকে সমস্ত জিনিস পদদলিত করে চলে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের বুলাস নামক কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হবে, যে স্থানের আগুন অন্য স্থানের আগুন অপেক্ষা অনেক বেশী দাহ্যসম্পন্ন। আর তাদেরকে জাহান্নামের পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি পান করানো হবে। (তিরমিযী হা: ২৪৯, মুসনাদ আহমাদ হা: ১৬৭৭. হাদীসটি হাসান সহীহ)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অহংকার মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়, যেমন ইবলিস অহংকারের কারণে বিতাড়িত হয়েছে।

২. অহংকারীদের জাহান্নামের শাস্তির কথা জানতে পারলাম।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৮৯

وَ لَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

আর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে যে একটি কিতাব এসেছে তার সাথে তারা কেমন ব্যবহার করছে? তাদের কাছে আগে থেকেই কিতাবটি ছিল যদিও এটি তার সত্যতা স্বীকার করতো এবং যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরাই কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের দোয়া চাইতো, তবুও যখন সেই জিনিসটি এসে গেছে এবং তাকে তারা চিনতেও পেরেছে তখন তাকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে।৯৫ আল্লাহর লানত এই অস্বীকারকারীদের ওপর।

৮৯ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, তারা তাকে জানতে ও চিনতে পেরেছে। তার সপক্ষে বহু তথ্য-প্রমাণ সে যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইয়াহুদী আলেমের মেয়ে এবং আরেকজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনা আগমনের পর আমার বাবা ও চাচা দু’ জনেই তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনিঃ চাচা বললেন, আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে, ইনি কি সত্যিই সেই নবী? পিতা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, ইনিই সেই নবী। চাচা বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত? পিতা বললেন, হ্যা। চাচা বললেন, তাহলে এখন কি করতে চাও? বাবা বললেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাব। [দালায়েলুন নাবুওয়াহ লিল বাইহাকী, সীরাতে ইবনে হিসাম]

[২] নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমণের পূর্বে ইয়াহুদীরা তাদের পূর্ববতী নবীগণ যে নবীর আগমনবার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দো'আ করত তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইয়াহুদী জাতির উন্নতি ও পুনরুত্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইয়াহুদী সম্পপ্রদায় নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করত, মদীনাবাসীরা নিজেরাই এর সাক্ষী। যত্রতত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতঃ ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের উপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালিমদের সবাইকে দেখে নেব। মদীনাবাসীরা এসব কথা আগের থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ দেখ, ইয়াহুদীরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এ নবীর দ্বীন গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চল, তাদের আগে আমরাই এ নবীর উপর ঈমান আনব। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল, যে ইয়াহুদীরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তার সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিণত হল। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৬৭, তাফসীর ইবনে কাসীর]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইহুদিরা তাদের পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর আগমন বার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দোয়া করতো, তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইহুদি জাতির উন্নতি ও পুনরুত্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইহুদি সম্প্রদায় নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করতো, মদীনাবাসীরা নিজেরাই একথার সাক্ষ্য দেবে। যত্রতত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতোঃ "ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের ওপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালেমদের সবাইকে দেখে নেবো।" মদীনাবাসীরা এসব কথা আগে থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা এবং তাঁর অবস্থা শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলোঃ দেখো, ইহুদিরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এই নবীর ধর্ম গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চলো, তাদের আগে আমরাই এ নবীর ওপর ঈমান আনবো। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখলো, যে ইহুদিরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তাঁর সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিণত হলো। 'এবং তারা তাকে চিনতেও পেরেছে' বলে যে কথা মূল আয়াতে বলা হয়েছে, তার স্বপক্ষে তথ্য-প্রমাণ সেই যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মু' মিনীন হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইহুদি আলেমের মেয়ে এবং আর একজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পর আমার বাপ ও চাচা দু' জনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনিঃচাচাঃ আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে ইনি কি সত্যিই সেই নবী? পিতাঃ আল্লাহর কসম, ইনিই সেই নবী। চাচাঃ এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত? পিতাঃ হ্যাঁ।চাচাঃ তাহলে এখন কি করতে চাও? পিতাঃ যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাবো। একে সফলকাম হতে দেবো না। (ইবনে হিশাম , ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ আধুনিক সংস্করণ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের পর ইয়াহুদীরা অবিশ্বাস করলো, যদিও তারা তাঁর অপেক্ষায় ছিলো

'তাদের কাছে' অর্থাৎ ইয়াহুদীদের নিকট। 'কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল কুর' আন যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ 'যা তাদের কাছে রয়েছে তার সত্যায়নকারী।' অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী। যখন ইয়াহুদী ও 'আরবের মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধতো তখন ইয়াহুদীরা কাফেরদেকে বলতোঃ 'অতি সত্তরই একজন বড় নবী মহান আল্লাহ্‌র সত্য কিতাবসহ আবির্ভূত হবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো যে, তোমাদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে।' তারা মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে 'হে মহান আল্লাহ! আপনি অতি সত্তরই ঐ নবীকে পাঠিয়ে দিন যাঁর গুণাবলী আমরা তাওরাতে পাচ্ছি, যাতে আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনে তাঁর সঙ্গ লাভ করে আমাদের বাহু মযবূত করে আপনার শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারি।' তারা কাফেরদেরকে বলতো যে, ঐ নবীর আগমনের সময় খুবই নিকটবর্তী হয়েছে। এ ছাড়া মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনের পূর্বে ইয়াহুদীরা তাদের গোত্রের নবীর আগমনের জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতো, যাতে তাদের শত্রু আউস ও খাযরাজ গোত্রের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ যখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'আরবে প্রেরণ করেন তখন ইয়াহুদীরা তাঁকে অস্বীকার

করলো এবং তাঁর ব্যাপারে যে গুণাগুণ বর্ণনা করতো তাও অস্বীকার করলো। মু ‘আয ইবনে জাবল (রাঃ) এবং বানু সালামাহ গোত্রের বিশর ইবনে বা’ রা ইবনে মারুর (রাঃ) বলেনঃ ওহে ইয়াহুদীরা! তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং ইসলাম কবূল করো, আমরা যখন অবিশ্বাসী ছিলাম তখন তোমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে যেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন হয় এবং আমাদের কাছেও তা বর্ণনা করতে। বানী নাযর থেকে সালাম ইবনে মুশকিম উত্তরে বলেঃ তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা স্বীকার করি না। আমরা যার কথা তোমাদেরকে বলতাম তিনি সেই নবী নন। তারপর মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীর তাবারী ২/৩৩৩)

একবার মু ‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ), বিশর ইবনে বারা’ (রাঃ) এবং দাঊদ ইবনে সালমাহ (রাঃ) মাদীনার ঐ ইয়াহুদীদেরকে বলেই ফেলেনঃ ‘তোমরাই তো আমাদের শির্কের অবস্থায় আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের আলোচনা করতে; বরং আমাদেরকে ভয়ও দেখাতে, তাঁর যে গুণাবলী তোমরা বর্ণনা করতে তা সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। তাহলে এখন স্বয়ং তোমরাই ঈমান আনছো না কেন? তাঁর সাথী হচ্ছো না কেন?’

আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) হতেও বর্ণিতঃ ইয়াহুদীরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতো যে, তিনি যেন নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের গোত্রে প্রেরণ করেন যাতে ‘আরবের অন্যান্য মুশরিকদের মুকাবিলায় বিজয় লাভ করতে পারে। তারা বলতোঃ হে মহান আল্লাহ! তাওরাতে আমরা যে নবীর কথা জানতে পেরেছি তাকে তুমি আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরণ করো যাতে আমরা তাঁকেসহ যুদ্ধ করে অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে পারি। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন এবং ইয়াহুদীরা দেখলো যে, তিনি তাদের গোত্রের নয় তখন তারা ‘আরবদের প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর কুফরী করলো। অথচ তারা ভালো করেই জানতো তিনিই হলেন মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সুতরাং মহান আল্লাহ বললেনঃ

﴿فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾

‘অতঃপর যখন তা তাদের নিকট আসলো, আর সেটাকে তারা চিনতেও পারলো, তবুও তখন তারা তা অবিশ্বাস করলো; সুতরাং অবিশ্বাসকারীদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।’

‘তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করতো’ এ আয়াতাংশের তাফসীরে কাতাদাহ (রহঃ) বলেনঃ তারা বলতো অচিরেই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন আয়াতে কাফির বা অবিশ্বাসী দ্বারা ইয়াহুদীরা উদ্দেশ্য।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৯০

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

যে জিনিসের সাহায্যে তারা মনের সান্ত্বনা লাভ করে, তা কতই না নিকৃষ্ট! সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে হিদায়াত নাযিল করেছেন তারা কেবল এই জিদের বশবর্তী হয়ে তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে চেয়েছেন নিজের অনুগ্রহ (অহী ও রিসালাত) দান করেছেন। কাজেই এখন তারা উপর্যুপরি গযবের অধিকারী হয়েছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্য চরম লাঞ্ছনার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

৯০ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এখানে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্‌ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়। তবে ইকরিমাহ বলেন, তাদের উপর এক ক্রোধ হচ্ছে, ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উপর কুফরী করার কারণে, আর অন্য ক্রোধ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুফরীর কারণে। তাছাড়া শাস্তির সাথে অপমানজনক পদ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির আরেক কারণ হচ্ছে, তাদের অহঙ্কার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের সুরতে পিপড়ার মত করে জমায়েত করা হবে। ছোট সব কিছুই তাদের উপর থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জাহান্নামের এক কয়েদখানায় প্রবিষ্ট করানো হবে যার নাম হচ্ছে, বুলস ! যাবতীয় আগুন তাদের উপরে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামবাসীদের পুঁজ তীনাতুল খাবাল থেকে পান করানো হবে। " [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৯]

[২] আয়াতে উল্লেখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলেই মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভংগের অপরাধে বনী-কুরাইযা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নাদীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

এই আয়াতটির দ্বিতীয় একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছেঃ “কতই না নিকৃষ্ট সেটি, যার জন্য তারা নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ, শুভ পরিণতি ও পরকালীন নাজাতকে কুরবানী করে দিয়েছে।”

তারা চাচ্ছিল, ঐ নবী তাদের ইসরাঈল বংশের মধ্যে জন্ম নেবে। কিন্তু যখন তিনি বনী ইসরাঈলের বাইরে এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, যাদেরকে তারা নিজেদের মোকাবিলায় তুচ্ছ-জ্ঞান করতো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে উদ্যত হলো। অর্থাৎ তারা যেন বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নবী পাঠালেন না কেন? যখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস না করে যাকে ইচ্ছা তাকে নবী বানিয়ে পাঠালেন তখন তারা বেঁকে বসলো।

অভিশাপের ওপর অভিশাপ

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন 'যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইয়াহুদীরা বাতিলের বিনিময়ে হাক্ব তথা সত্যকে বিক্রি করেছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা তাদের নিকট নিয়ে এসেছে তা বর্ণনা করার পরিবর্তে গোপন করছে। ভাবার্থ এই যে, ঐ ইয়াহূদীরা, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্যতা স্বীকারের পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে কুফরী করে, তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করে; আর এর কারণে তারা নিজেদেরকে মহান আল্লাহ্‌র যে রোষানলে নিক্ষেপ করেছে তা অত্যন্ত জঘন্য জিনিস, যা তারা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে। আর এর একমাত্র কারণ হলো হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার ও অবাধ্যতা, এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্য হতে না হয়ে 'আরবদের মধ্য হতে হয়েছিলেন বলেই তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ মহান আল্লাহ্‌র ওপরে পরম বিচারক আর কেউ নেই। রিসালাতের হকদার কে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই দিয়ে থাকেন। সুতরাং এক তো তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য না করার কারণে তাদের ওপর মহান আল্লাহ্‌র গযব ছিলোই, এখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর দ্বিতীয় গযব নেমে আসে।

তারা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিলো এবং এ হিংসা বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ তাদের অহঙ্কার। এ জন্যই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছিলো, যেন পাপের পূর্ণ প্রতিদান হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ﴾

'কিন্ত যারা অহঙ্কারে আমার 'ইবাদতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (৪০ নং সূরা মু' মিনূন, আয়াত নং ৬০) 'আমর ইবনে শু 'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنًا في جهنم، يقال له :بُولَس فيعلوهم نار الأنيار يسقون )3 (من طينة الخبال :عصارة أهل النار"

‘কিয়ামতের দিন অহঙ্কারী লোকদেরকে মানুষের আকারে পিঁপড়ার ন্যায় উঠানো হবে, তাদেরকে সবাই দলিত মথিত করে চলে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের ‘বূলাস’ নামক কারাগারের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, যে স্থানের আগুন অন্য আগুন অপেক্ষা তাপ বিশিষ্ট হবে। আর তাদেরকে জাহান্নামের রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি পান করানো হবে।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে আহমাদ ২/১৭৯/১৬৭৭, জামি ‘তিরমিযী ৪/২৪৯)